মেয়ের বয়স বেড়ে যাচ্ছে। অথচ এখন বিয়ে হলো না। ভেবে প্রায়ই দুশ্চিন্তা করেন মিরপুরের বাসিন্দা রওশন আরা (ছদ্মনাম)। মেয়ে তার সুন্দর সংসার নিয়ে সুখী হবে, এ দৃশ্য দেখে তিনি নিজেও সুখী হতে চান। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। সবাই বিয়ের জন্য চায় উচ্চশিক্ষিত পাত্রী, কিন্তু মেয়ের বয়স হতে হবে কম

শিল্পকর্ম : জাহাঙ্গীর হোসেন

এখনো বিয়ে হয়নি!

কামরুন নাহার তানিয়া

'অনার্সে উইলিয়াম ব্লেকের লেখা সংস অব ইনোসেন্স অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স আমাদের পাঠ্য ছিল। তখন শুধু পড়ার জন্য, পরীক্ষায় পাস করার জন্য কবিতাগুলো পড়েছিলাম। এখন নিজের জীবন দিয়ে ওই কবিতাগুলোর মর্মার্থ বুঝি। জীবনের অভিজ্ঞতা যার নেই তার চোখে জীবন যেমন উচ্ছল, উজ্জ্বল, দুরন্ত; জীবনের রূঢ় বাস্তবতার অভিজ্ঞতা যার আছে, তার চোখে জীবন আরেক রকম। একসময় বিয়ে নিয়ে আমার অনেক রকম ফ্যান্টাসি ছিল। এখন বুঝি বিয়ে কোনো ফ্যান্টাসি নয়। তাই বিয়ে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়াটাও আমার জন্য এত সহজ নয় আগের মতো।' কথাগুলো বলতে বলতে কোথায় যেন একটা বিষণ্নতার সুর টের পাওয়া গেল তিতলীর (ছদ্মনাম) মাঝে।

উচ্চশিক্ষা, ক্যারিয়ারে মনোযোগী হতে গিয়ে, পরিবারের প্রয়োজনে সংসারের হাল ধরতে গিয়ে, নানা কারণে একটি মেয়ের বিয়ে হতে দেরি হতেই পারে। আর দেরি হলেই তাকে শুনতে হয় 'আইবুড়ো' খোঁটা। পরিবারেও যেন মেয়েটি হয়ে ওঠে বাড়তি এক বোঝা। বয়স ত্রিশ পেরিয়ে গেলেও বিয়ে না হওয়াটা বা করাটা এদেশের মেয়েদের জন্য যেন একটা বড় অপরাধ। আর এ অপরাধের শাস্তি হিসেবে কিছু বিড়ম্বনা তো তাকে সহ্য করতেই হবে। তিতলী নিজে অবশ্য এসব বিড়ম্বনাকে কোনো আমল দেন না। নিজের মতোই চলেন। কিন্তু সমস্যা হয় তার পরিবারের মানুষদের নিয়ে। তিতলীর বিয়ে নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। আর সে দুশ্চিন্তা থেকে তিতলীর ওপর তারা চাপিয়ে দেন নানারকম দোষ। কিন্তু তিতলীরইবা এখানে করার কী আছে? নুসরাতও (ছদ্মনাম) বলছিলেন প্রায় একই রকম অভিজ্ঞতার কথা। বিয়ের জন্য বাসা থেকে প্রায় সময় তাকে দোষারোপ করা হয়, খোঁটা দেয়া হয়। সবার কথা শুনলে মনে হয়, বিয়ে না হওয়ার কারণে সে একটা বোঝা হয়ে গেছে। এসব তাকে কষ্ট দেয়। বাইরের মানুষের নানারকম মন্তব্যে তার তেমন কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। কিন্তু ঘরের মানুষের অবজ্ঞা, অবহেলা তার একেবারেই সহ্য হয় না। মাঝে মাঝে তাই নিজেই পরিবারের সদস্যদের ওপরে চাপ প্রয়োগ করেন, ভালো পাত্র খুঁজে দিতে। তখন পরিবারের অন্যরা নুসরাতের ওপরেই আবার দোষ দিয়ে, নিজেদের ব্যর্থতার ভার ওর ওপর চাপিয়ে দেন। নুসরাতকে নিজের জন্য পাত্র নিজেই বের করে আনতে তাগাদা দেন। পরিবারের লোকজনের মুখে এমন কথা শুনলে ওর ঘেন্না লাগে। তার কারণটা নুসরাতের কাছ থেকেই শোনা যাক, 'আমার এখনো বিয়ে হয়নি বা আমি বিয়ে করিনি, এতে তো আমি কারো ক্ষতি করিনি কিংবা আমারো কোনো সমস্যা হচ্ছে না। আমাকে বিয়ে দেয়ার জন্য যাদের এত মাথাব্যথা তারাই পাত্র খুঁজে নিয়ে আসুক। আমি কেন পাত্র খুঁজে বের করতে যাব? আমার কী এমন ঠ্যাকা পড়েছে?

প্রায় একই কথার পুনরাবৃত্তি করলেন তিতলীও। তিতলীর পরিবার থেকেও একইভাবে চাপ প্রয়োগ করা হয়, নিজের পাত্র নিজেই খুঁজে বের করার জন্য। তিতলী কেন ছেলেদের পিছে পিছে ঘুরে তাকে বিয়ে করার জন্য ধরনা দিয়ে বেড়াবে, নিজেকে পণ্য হিসেবে অন্যের সামনে উপস্থাপন করবে, এটা তার বোধগম্য হয় না। তিতলীর এই আত্মসম্মানবোধটুকুকেও এখন আর মর্যাদা দিতে চায় না তার পরিবার। কারণ, এতে তো আর তিতলীর বিয়ে হচ্ছে না! কিন্তু তিতলী বলে অন্য কথা, 'আত্মসম্মানের সঙ্গে চলার এই যে শিক্ষা, এটা তো আমি আমার পরিবারের কাছ থেকেই শিখেছি। তারাই আমাকে শিখিয়েছে। আজ তাদের কাছেই আমার এই আত্মসম্মানবোধের কোনো মূল্য নেই।' পরিবার থেকে পছন্দ করা কোনো পাত্রকে বিয়ে করতে কখনো কি অস্বীকার করেছেন? এ প্রশ্নের উত্তরে তিতলী বললেন, 'হ্যাঁ'।

–কেন করেছেন?

–আমি বুঝতেই পারছি, ওই ব্যক্তি আর আমি দুজন দুই মেরুর মানুষ। বিয়ের পর আমরা কেউ কাউকে নিয়ে সুখী হতে পারব না।

–কি করে বুঝলেন?

–আমি তো আর সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়েটা নই। জীবনের রূঢ়

বাস্তবতা আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। একটা বিয়ের জন্য সারাজীবন আমি অসুখী হয়ে থাকতে চাই না।

–এখন কি আপনি সুখী?

–পরিপূর্ণ সুখ বলে আসলে তো কিছু নেই। যুদ্ধ করেই এ জীবনে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে হয়। আমাকে এখনো নিজের অবস্থানটা শক্ত করতে যুদ্ধ করে যেতে হচ্ছে। তবুও নিজেকে নিয়ে আমার কোনো দুঃখ নেই। বয়স বেশি হয়ে গেছে বলে অপছন্দের কোনো পাত্রকে বিয়ে করতে আমি রাজি নই।

–জীবনে সব কিছু একবারে তো পাওয়া যায় না। আপনার পছন্দের সঙ্গে ১০০ শতাংশ মিলে যাবে এমন কোনো মানুষ পাওয়া কি আদৌ সম্ভব? –আমি বলছি না, আমার পছন্দের সঙ্গে ১০০ শতাংশ মিলে যেতে হবে। কিন্তু ন্যূনতম মিলটুকু তো দুজনের মধ্যে থাকতে হবে! আমি সেটুকুই বলছি।

কথা হচ্ছিল প্রতীতির (ছদ্মনাম) সঙ্গে। পেশায় শিক্ষক প্রতীতি তথাকথিত বিয়ের বয়স পেরিয়ে এসে এখন প্রায় চল্লিশের কোঠায়। বিয়ে নিয়ে এখন আর তেমন মাথা ঘামান না। জীবনের অনেকগুলো দিন একা একাই পার করে দিয়েছেন। একলা জীবনের সঙ্গে অভ্যস্তও হয়ে গেছেন। তাই এখন বিয়ে করে আরেকজন ব্যক্তির সঙ্গে মানিয়ে চলার কথা ভাবলে দমবন্ধ অনুভব করেন। তার কাছ থেকে জানা গেল আরেক ধরনের বিড়ম্বনার কথা, 'আমাদের দেশে মেয়েদের অনেক দিন বিয়ে না করে থাকা অনেক বড় একটা সমস্যা, যতটা না ওই মেয়েটির জন্য, তার চেয়েও বেশি আশপাশের মানুষদের জন্য। একটা মেয়ে সে অবিবাহিত হতে পারে বা ডিভোর্সি কিংবা বিধবা, যে কারণেই হোক, একা একটা মেয়ের জীবন কিন্তু অনেক বিড়ম্বনাময়। পুরুষরা চায় ওই একা মেয়েটির কাছ থেকে নিজের সুবিধা নিতে। যেহেতু মেয়েটি একা, তাই সে দুর্বলও বটে। আর এ সুযোগটাই পুরুষরা নেয়ার জন্য সব সময় ছোঁক ছোঁক করে। মেয়েটিকে যেন একটু বাজিয়ে দেখতে চায়, ঘরে স্ত্রী-সন্তান থাকলেও। সব মেয়েই পুরুষদের এই দৃষ্টিটা খুব ভালো বোঝে। এটা এমন একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি যে, সহজে সবাইকে বোঝানোও যায় না, এমনকি নিজের পরিবারের কাউকেও। কাউকে এসব নিয়ে বলতে গেলে মেয়েটিকেই দোষ দেয়া হয়। আর মেয়েটি যদি বেশি বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত হয়, তবে তো কথাই নেই। তাই এসব নিয়ে কারো কাছে অভিযোগ করি না। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে চলার চেষ্টা করি। তাতেও সমস্যা থেকে সব সময় রেহাই পাওয়া যায় না। আসলে কবে যে আমাদের মানসিকতাটা একটু পরিবর্তন হবে, সে কথাই শুধু ভাবি।'

আরেকটি বিড়ম্বনার কথা জানালেন প্রাইভেট ফার্মে কর্মরত নাসরিন (ছদ্মনাম)। তিনি বললেন, 'একটি মেয়ে ত্রিশ পেরিয়ে বা ত্রিশের কাছাকাছি সময়েও যদি বিয়ে না করে তখন চারপাশের সুন্দর সুসভ্য মানুষজনের আরেকটা চেহারা বের হয়ে আসে। ওইসব সুসভ্য ব্যক্তিরা তখন মেয়েটিকে অস্বাভাবিক হিসেবে প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লেগে যায়। হয় তাকে মানসিকভাবে অসুস্থ হিসেবে তারা ট্যাগ দিয়ে দেবে, নয়তো তার শারীরিক সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলবে। এসব একটি মেয়ের জন্য খুবই কষ্টকর। হ্যাঁ, কোনো কারণে আমার এখনো বিয়ে হয়নি। তাতে আমি তো কারো কোনো ক্ষতি করছি না। তবে কেন আকারে-ইঙ্গিতে এ ধরনের প্রশ্ন উঠবে এবং তাদের কাছেই আমার শারীরিক সক্ষমতার প্রমাণ দিতে হবে? আমি তো কাউকে আমার একান্ত শারীরিক সক্ষমতা বা আবেগিক অনুভূতির প্রমাণ দিতে বাধ্য নই। কেউ কেউ তো আরো আপত্তিকর প্রশ্ন করেন। জিজ্ঞেস করেন, তাহলে কেন প্রেম ট্রেম কিছু করিনি! আমি এই প্রশ্নেরও কোন অর্থ বা জবাব খুঁজে পাইনি। যারা এসব প্রশ্ন করেন তারা আসলে প্রেম-ভালবাসাকেও পেঁয়াজ-রসুন-তেলের মতো নিত্যদিনের হিসাবের খাতায় ফেলে দেন। প্রেম তো জোরজবরদস্তি করে হয় না, হিসাব-নিকাশেরও ব্যাপার নয়। এটা একান্তই মনের ব্যাপার।'

মেয়ের বয়স বেড়ে যাচ্ছে। অথচ এখন বিয়ে হলো না। ভেবে প্রায়ই দুশ্চিন্তা করেন মিরপুরের বাসিন্দা রওশন আরা (ছদ্মনাম)। মেয়ে তার সুন্দর সংসার নিয়ে সুখী হবে, এ দৃশ্য দেখে তিনি নিজেও সুখী হতে চান। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। সবাই বিয়ের জন্য চায় উচ্চশিক্ষিত পাত্রী, কিন্তু মেয়ের বয়স হতে হবে কম। একজন উচ্চশিক্ষিত মেয়ের বয়স কীভাবে কম হবে, যেখানে সেশনজটের ধাক্কাও সামলাতে হয়? এরপর একটু প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে বয়স বেড়ে যায় আরো। উচ্চশিক্ষা শেষ না করে কিংবা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে মেয়ের বিয়ে দিতে রওশন আরাই চাননি এতদিন। কিন্তু এখন মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে মেয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্র খুঁজে পেতে সমস্যাই হচ্ছে। বিয়ে হতে দেরি হচ্ছে দেখে মেয়ের যেন মন খারাপ না হয়, সেজন্য নিজেই মেয়েকে সব সময় সাপোর্ট দিয়ে যান। তিনি বললেন, 'মেয়ে যদি তার শিক্ষাজীবনে কোনো প্রেমের সম্পর্কে জড়াত তবে, আমরাই তা মেনে নিতাম না। ও যেন কখনো এমন কোনো সম্পর্কে না জড়ায় সেজন্য সব সময় সতর্ক ছিলাম, মেয়েকেও সেভাবেই তৈরি করে নিয়েছি। এ ধরনের সম্পর্ক ক্যারিয়ারে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে, তাছাড়া অল্প বয়সে প্রেমের সম্পর্কে জড়ানোর কী দরকার, এমন ভেবেই ওকে এসব থেকে বিরত রেখেছি। তাই বিয়ে নিয়ে মেয়েকে আমি চাপ দেই না। যদিও আমরা ওর জন্য উপযুক্ত পাত্র এখনো খুঁজে পাইনি। ব্যর্থতা আমাদেরও আছে। এসব নিয়ে মাঝে মাঝে আমার দুশ্চিন্তা হলেও মেয়ের ওপর তার প্রভাব পড়তে দিই না। আমার মেয়ে হাসিখুশি থাকুক, এমন দেখতেই আমার ভালো লাগে।'

ভীষণ হাসিখুশি একজন মানুষ তামান্না (ছদ্মনাম)। পেশায় চিকিৎসক, বয়স ৩২। এখনো বিয়ে করেননি। সেজন্য খুব একটা চিন্তিতও নন তামান্না। উল্টো হেসে বললেন, 'আরে, বিয়ে হলে কি আমি এত শান্তিতে নিজের কাজগুলো করতে পারতাম? এই যে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে এখন কনসালট্যান্ট হিসেবে কাজ করছি, এরপর আমার এত শখের গানের ক্লাস, কবিতার ক্লাসগুলো করছি, আমার বিয়ে হয়ে গেলে এসব তখন কে করত? স্বামী-সন্তান সংসার চালাতে গিয়ে আমার গান-কবিতা লাটে উঠত না?' ফুরফুরে মেজাজে উড়ে বেড়াতে ভালবাসেন বলে কখনো কি তাহলে কারো সঙ্গে বিয়ের বন্ধনে বাঁধা পড়বেন না তামান্না? এমন প্রশ্নে বললেন, 'বিয়ে করার ইচ্ছে নেই এমন কথা কখনো বলিনি, বলছিও না। কিন্তু যতদিন বিয়ে হচ্ছে না, ততদিন কি আমি আমার সব কাজ বন্ধ করে দিয়ে, মুখ অন্ধকার করে ঘরে বসে বসে কাঁদব নাকি? আমার বিয়ে হচ্ছে না, তবুও এত আনন্দে আছি, দেখে কি আপনাদের পিত্তি জ্বলে যাচ্ছে নাকি? হা হা হা।'

একজন চিকিৎসক হিসেবে তামান্নাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ঝুঁকিমুক্ত প্রসবের জন্য ত্রিশ বছরের মধ্যেই প্রথম সন্তানের মা হওয়া ভালো, তাহলে ত্রিশের পর বিয়ে হলে সমস্যা হতে পারে কিনা। তিনি বললেন, সন্তান প্রসব, অটিজম ইত্যাদি নিয়ে এখনো আমাদের মধ্যে অনেক ভ্রান্ত ধারণা, কুসংস্কার আছে। এমন কি শিক্ষিতদের মাঝেও। তিনি বললেন, খুব অল্প বয়স ও খুব বেশি বয়স, দুটি ক্ষেত্রেই সন্তান প্রসবে জটিলতা হয়ে থাকে। তাই জটিলতা এড়াতে অন্তত প্রথম সন্তানটি ত্রিশের মধ্যে জন্ম দিতে পারলে ভালো হয়। তামান্নার নিজের জীবনের ক্ষেত্রে বাস্তবতা তার ইচ্ছের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে না, এখানে তার নিজের কিছু করার নেই। তামান্না বললেন, 'যারা বিয়ের ব্যাপারে বড় বড় পরামর্শ দিতে আসেন, তারা কেউই আমার জীবনটিকে যাপন করবেন না। আমার জীবন আমাকেই যাপন করতে হবে। আর সেটা কীভাবে করব তা একান্তই আমার ব্যাপার। আর নিজেকে আমি শুধু সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবেই ভাবি না। তাই এসব নিয়ে মন খারাপ করার পক্ষপাতিও নই। আমি মনে করি, এ সময়টা হলো কাজে লাগানোর। এখনই সময় বিভিন্নভাবে নিজেকে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার।' ■